সম্প্রতি সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলিতে শ্রীহরিভক্তি বিদ্যমান, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি কীর্ত্তনাৎ॥

শ্রীভা ১১।৩।৫২

সত্যযুগে ভগবদ্ধ্যানকারীর যে ফল হইত, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা ভগবদারাধনায় যে ফল হইত, আর দ্বাপরে অর্চ্চন দ্বারা যে ফললাভ হইত, কলিযুগে শুধু কীর্ত্তন দ্বারাই সে সমস্ত ফললাভ হইয়া থাকে। এবং সেই সাধন—যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দিতে পারে না, কলিযুগে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন দ্বারা তাহা লাভ হইয়া থাকে।

এ শ্লোকে সর্ব্বযুগেই যে ভগবদ্ভক্তির অঙ্গসমূহ যাজিত হইত, তাহা সূচিত হইয়াছে।

সা হানি স্তন্মহচ্ছিদ্রং স মোহঃ স চ বিভ্রমঃ।
যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবং ন চিন্তয়েৎ॥

বিষ্ণুপুরাণ

সেইটিই হানি, সেইটিই মহাচ্ছিদ্র, সেইটিই মোহ, সেইটিই বিভ্রম, যে মুহূর্ত্ত কিম্বা যে ক্ষণ বাসুদেবকে চিন্তা করা হয় না, এই শ্লোকে সর্ব্বক্ষণেই শ্রীহরিস্মরণ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

জীবগণের যত প্রকার অবস্থা সম্ভব, সকল অবস্থাতেই যে ভগবদ্ভক্তি বিদ্যমান থাকিতে পারে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

গর্ভাবস্থায় নারদ প্রহ্লাদকে হরিকথা স্মরণ করাইয়াছিলেন ; ইহাতে গর্ভেও হরিভক্তির অনুবৃত্তি দেখা যায়।

বাল্যকালে ধ্রুবের মধ্যে হরিভক্তি দেখা যায়।

যৌবনে শ্রীঅম্বরিষ মহারাজ, বার্দ্ধক্যে শ্রীধৃতরাষ্ট্র, মরণ সময়ে অজামিল কর্ত্তৃক শ্রীহরিভক্তি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াও শ্রীচিত্রকেতু প্রভৃতি শ্রীভগবানের নামাদি কীর্ত্তন করিতেন।

নারকী অবস্থায়ও শ্রীহরিভক্তির অনুবৃত্তি শাস্ত্রে দেখা যায়। যথা শ্রীনৃসিংহ পুরাণে—

যথা যথা হরের্নাম কীর্ত্তয়ন্তিস্ম নারকাঃ।
তথা তথা হরের্ভক্তিমুদ্বহন্তো দিবং যযৌ॥